যুগান্তর

তারিখ 18 APR 2017

লিডিং ইউনিভার্সিটি

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী

সিলেট ব্যুরো

সিলেটে রাগীব আলীর প্রতিষ্ঠান লিডিং ইউনিভার্সিটির তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন না হওয়ায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন তারা। এ নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করলেও কর্তৃপক্ষের হুমকির পর ভয়ে অনেকেই মুখ খুলছেন না।

সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে অবস্থান নেন। এ সময় কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে তাদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আরও দু'একদিনের সময় চেয়ে নেন শিক্ষকরা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে কঠোর আন্দোলনসহ ক্ষতিপূরণ আদায়ে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে যুগান্তরকে জানান শিক্ষার্থীরা।

দুপুরে বন্দরবাজার রংমহল টাওয়ারে ভার্সিটির এলএলবি শাখায় গেলে কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তারা জানান, বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমকে তথ্য না দেয়ার নির্দেশ রয়েছে কর্তৃপক্ষের। পরে নাম প্রকাশ না করে তারা অভিযোগ করেন, রেজিস্ট্রেশনের নামে সময়ক্ষেপণ ও টালবাহানা করে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তিন শতাধিক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীরা জানান, বার কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন হবে কিনা বিষয়টি মঙ্গলবার (আজ) নিশ্চিত করার কথা রয়েছে। আরেকজন শিক্ষার্থীর অভিযোগ, ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে আমাদের জীবন থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, এর দায়িত্ব কে নেবে? নিয়ম অনুযায়ী এলএলবি গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর সব ডকুমেন্ট পাঠাতে হয় বার কাউন্সিলে। ২০১৪ সালের এক শিক্ষার্থী বলেন, ভার্সিটির গাফিলতির কারণে ২০১৫ সালের বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারিনি। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত গ্রাজুয়েশন শেষ করা শিক্ষার্থীদের কোনো তথ্য বার কাউন্সিলে পাঠানো হয়নি। এ ব্যাপারে লিডিং ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের প্রধান ড. নুর মোহাম্মদ যুগান্তরকে বলেন, তথ্য পাঠানো হয়েছে। বার কাউন্সিলের সংরক্ষণের ত্রুটির কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্যসহ সোমবার পাবলিক রিলেশন অফিসার আলমগীর হোসেনকে বার কাউন্সিলে পাঠানো হয়েছে। ডেপুটি রেজিস্ট্রার কাওসার হাওলাদার অভিযোগ স্বীকার করে বলেন, এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। শিগগিরই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং................................
তারিখ................................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এম.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর